সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রবতি: ব্যর্থতার ভারে অগ্রগতি ম্লান- টিআইবি

ঢাকা, ১৮ আগস্ট ২০১১: সরকার ও প্রধান বিরোধীদলের নির্বাচনী অঙ্গীকারের অগ্রগতির পর্যালোচনার ভিত্তিতে প্রণীত এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে আজ ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) বলেছে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে কিছু উলেরখযোগ্য অগ্রগতি হলেও অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত সুফল অর্জিত হয়নি। সরকারের মধ্যমেয়াদে প্রণীত এই প্রতিবেদনে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে ১২টি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে টিআইবি নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকার ও প্রধান বিরোধীদলকে জনগণের কাছে দেওয়া অঙ্গীকারের প্রতি সৎ, শ্রদ্ধাশীল ও উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে।

টিআইবি'র ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন অ্যাডভোকেট সুলতানা কামালের সভাপতিত্বে আজ জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে 'সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধে নির্বাচনী প্রতিশ্রবতি: অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করে টিআইবি'র নির্বাহী পরিচালক ড.ইফতেখারবজ্জামান বলেন,"সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংক্রান্ত নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কোন কোন ৰেত্রে উলেরখযোগ্য পদৰেপ গৃহীত হলেও ব্যর্থতার ভারে অগ্রগতির গুরবত্ব ক্রমাগতই ম্লান হচ্ছে।'' প্রতিবেদনে বলা হয় নির্বাচনের পর নতুন সরকার প্রথম বছরে বিশ্বব্যাপি অর্থনৈতিক মন্দা সত্ত্বেও বাংলাদেশে জিডিপি প্রবৃদ্ধি, কৃষি খাতে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং রেমিটেন্স বৃদ্ধি ইত্যাদি কয়েকটি ক্ষেত্রে উলেরখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করে। তবে, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কোন কোন ক্ষেত্রে সরকার নির্বাচনী প্রতিশ্রবতি সুষ্ঠুভাবে পূরণের পথে এগিয়ে গেলেও গুরবত্বপূর্ণ কয়েকটি ক্ষেত্রে প্রত্যাশা অনুযায়ী কাজ করতে পারেনি। তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশন ও প্রক্রিয়ার সংস্কার, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রে সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও দুর্নীতি দমন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, সংসদকে কার্যকর করা, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা, পার্বত্য চুক্তি বাস্তবায়নসহ বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকারের পদক্ষেপ ইতিবাচক ছিল না।"

অ্যাডভোকেট সুলতানা কামাল বলেন, সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে যেমন তার এখতিয়ারভুক্ত প্রতিটি সংস্থাকে আরো কার্যকর করতে হবে তেমনি বিরোধীদলকেও এৰেত্রে যথাযথ ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, দুর্নীতি করার পরও কোনো জবাবদিহিতা না করার সংস্কৃতি থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে।

নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে প্রধান বিরোধীদলের ভূমিকা পর্যবেৰণ করে প্রথম দুই বছরে সংসদ বর্জন করে বিএনপি'র প্রায় ৭৪% কার্যদিবসে অনুপস্থিতি জনগণের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রবতির খেলাপ হিসাবে উলিরখিত হয়। একই সাথে জাতীয় গুরবত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকারের সাথে দ্বিপাৰিক আলোচনায় না যাওয়া, সংসদ সদস্যদের সম্পদ বিবরণী প্রকাশ না করা, জাতীয় নারী নীতির বিরবদ্ধে অবস্থান গ্রহণ ও দুদক আইন সংশোধনী বিষয়ে নীরব থাকা ইত্যাদি বিরোধীদলের নির্বাচনী বরখেলাপ হিসাবে উলিরখিত হয়।

নবম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হওয়ার পর ২০১১ সালের জুলাই পর্যন্ত সরকার ও বিরোধীদল সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি দমনে তাদের নির্বাচনী অঙ্গীকার কতটুকু পূরণ করতে পেরেছে তা টিআইবি'র গবেষকবৃন্দ শাহ্জাদা এম আকরাম, সাধন কুমার দাস, ফাতেমা আফরোজ ও রবমানা শারমিন পরিচালিত এই গবেষণা নির্ভর মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১১ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত সুশাসন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ সংশিরষ্ট ১২টি ক্ষেত্র নির্ধারণ করে প্রতিবেদনটি প্রণীত হয়। ক্ষেত্রগুলো হলো: দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, তথ্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা, প্রশাসনের সংস্কার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাবাহিনীর স্বাধীনতা ও শক্তিশালীকরণ, শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা, নির্বাচন কমিশন সংস্কার, মানবাধিকার নিশ্চিত করা, নারীর ক্ষমতায়ন এবং এনজিও খাতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, দুর্নীতি দমন আইন-২০০৪ এর প্রস্তাবিত সংশোধনী বাস্তবায়িত হলে দুর্নীতি দমনে দুদকের ক্ষমতা হ্রাস পাবে, যা সরকারের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে একটি অন্যতম ব্যর্থতা হিসেবে বিবেচিত হবে এবং দেশে দুর্নীতির আরো প্রসার ঘটাবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক বিবেচনায় দুর্নীতির মামলা খারিজ এবং কালো টাকা সাদা করার সুযোগ অব্যাহত রাখায় তা দুর্নীতির বিরবদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে বলে উলেরখ করা হয় ।

সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় নবম সংসদের প্রথম অধিবেশনে ৪৮টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়। এ ছাড়া এই সংসদে সংসদ সদস্যের আচরণ বিল-২০১০ উত্থাপিত হলেও বিরোধীদলের সংসদে ধারাবাহিক অনুপস্থিতি, কোরাম সংকট এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট

সদস্যদের স্থায়ী কমিটিতে অর্ন্তভুক্তি কার্যকর সংসদ প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক অবদান রাখেনি। এ ছাড়া বেশ কিছু জনগুরবত্বপূর্ণ বিষয় এবং আর্ন্তজাতিক চুক্তি নিয়ে সংসদে সাধারণ আলোচনা হয়নি।

বিচারবিভাগের স্বাধীনতা ও আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার ৫ আসামীর ফাঁসি কার্যকর এবং মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচারের উদ্যোগসহ বেশ কিছু ইতিবাচক প্রশাসনিক পদক্ষেপ গৃহীত হলেও বিচারকের নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতিতে আইন মন্ত্রনালয়সহ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মৃত্যুদন্ডাদেশপ্রাপ্ত আসামীর রাজনৈতিক বিবেচনায় ক্ষমা প্রদানের ঘটনায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। কারাহেফাজতে এবং আইন শৃংখলা রক্ষাবাহিনীর হাতে ৬০০ জনের অধিক মৃত্যুর ঘটনাকে মানবাধিকার লংঘন রোধে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে সরকারের নেতিবাচক ভূমিকা ছিল বলে সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়।

তথ্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সরকারের বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ সত্ত্বেও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ভাবে তথ্য প্রকাশে সরকারের নির্বাহী বিভাগে ও জনপ্রতিনিধিদের অনীহায় সংবাদ সম্মেলনে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। একই সাথে প্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলিতে দলীয়করণের প্রভাব, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মকতাকে ওএসডি করে রাখাসহ ন্যায়পাল নিয়োগে অনীহা এবং কর ন্যায়পাল পদের অবলুপ্তিতে টিআইবি উদ্বেগ প্রকাশ করে।

সংবাদ সম্মেলনে অবকাঠামো, বিশেষ করে সড়ক যোগাযোগ খাতের চরম অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা, দুর্নীতি এবং জবাবদিহিতার অনুপস্থিতির কারণে সৃষ্ট বেহাল দশায় টিআইবি ক্ষোভ প্রকাশ করে। বিশেষত: প্রশিক্ষণ ছাড়াই অদক্ষ এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদের রাজনৈতিক বিবেচনায় ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে ক্ষোভ প্রকাশ করা হয়।

এ ছাড়া হত্যাকান্ড, চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি অব্যাহত থাকা এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পুলিশকে ব্যবহার করা এবং সরকারি ছাত্র সংগঠনের সদস্যদের অপরাধ প্রতিরোধে পুলিশী ব্যর্থতা সরকারের অর্জনকে ম্ব্লান করে দিচ্ছে বলে টিআইবি মনে করে। অপরদিকে উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের পরিবর্তে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রভাব ও ক্ষমতা বৃদ্ধিতে শক্তিশালী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার নির্বাচনী প্রতিশ্রবতির পরিপন্থী বলে টিআইবি মনে করে।

নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সরকারি ও প্রধান বিরোধী দলকে আরো উদ্যোগী ও আন্তরিক হওয়ার আহ্বান জানিয়ে টিআইবি'র পক্ষ থেকে উত্থাপিত সুপারিশের মধ্যে উলেৰখযোগ্য হলো: দুদকের আইন এমনভাবে সংশোধন করতে হবে যেন দুদক কার্যকর ও স্বাধীনভাবে, বিশেষ করে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে; সরকার ও বিরোধীদল উভয়কে সংসদ কার্যকর করার আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে; প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্য, উপদেষ্টা, সংসদ সদস্য ও তাদের পরিবারের সদস্যদের আর্থিক তথ্য প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে; গুরবত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে ন্যায়পাল নিয়োগ করতে হবে; জনপ্রশাসন ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে দিতে হবে; স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সংসদ সদস্য ও সরকারি কর্মকর্তাদের প্রাধান্য হ্রাস করার উদ্যোগ নিতে হবে; মানবাধিকার লঙ্ঘন রোধে সরকারকে আরও কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে; জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসন ৩৩ শতাংশে উন্নীত করতে হবে এবং এসব আসনে সরাসরি নির্বাচনের ব্যবস্থা রাখতে হবে; আদিবাসীদের সাংবিধানিক স্বীকৃতির পরিপন্থী পদৰেপ পরিহার করতে হবে এবং এনজিও খাতকে সরকারের সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করে এই খাতের স্বকীয়তা ও সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সর্বোপরি জনগণের আস্থা অর্জনে সরকারি ও বিরোধী উভয় পৰকেই তাদের নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে।

গণমাধ্যম যোগাযোগঃ
রিজওয়ান–উল–আলম
পরিচালক
আউটরিচ অ্যান্ড কমিউনিকেশন
০১৭১৩০৬৫০১২

*গবেষণা সংক্রান্ত যে কোনো তথ্যের জন্য যোগাযোগ করবন: শাহজাদা এম আকরাম, ফোন: ০১৭১৩০৬৫০১৪